

প্রশ্ন করতে শিখুন

মূল

এম নেইল ব্রাউনি

স্টুয়ার্ট এম কীলি

ভাষান্তর

টিম নোমাদ

[ইরফান সাদিক ও শাহেদ হাসান]

সম্পাদনা

নাঈমুর রহমান



প্রডাম

মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০২৩

টাইপোগ্রাফি: তাসনিম তানি

প্রচ্ছদ: আমিরুল ইসলাম মামুন

পরিবেশক

রকমারি.কম

www.rokomari.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশন

৪১/১ নর্থবুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

††† ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮

info@projonmo.pub

www.projonmo.pub

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা কর্তৃক ৪১/১ নর্থবুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Asking The Right Question by M. Neil Browne Stuart M. Keeley,
Translated by Nomad, Published by Projonmo Publication, Bengali
Edition Copyright © Projonmo Publication

Price: BDT 500 Taka

International Price: \$20.00 USD

ISBN: 978-984-97641-0-6

সূচিপত্র

| | |
|---|-----|
| সঠিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসার গুরুত্ব..... | ৫ |
| সমস্যাগুলো কি? উপসংহার কি? | ২১ |
| যুক্তিগুলো কি? | ৩১ |
| কোন শব্দ বা বাক্যাংশগুলো অস্পষ্ট? | ৪৪ |
| মূল্যবোধের সংঘর্ষ ও ধারণা কী? | ৬৩ |
| বর্ণনামূলক অনুমান কি? | ৭৯ |
| যুক্তিতে কোনো ফ্যালাসি আছে কিনা যাচাই..... | ৯৩ |
| তথ্যপ্রমাণ কতটা ভালো | ১১৮ |
| প্রমাণটি কতটা ভালো..... | ১৩৫ |
| প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তি কি আছে? | ১৬১ |
| পরিসংখ্যান কি ভুল? | ১৮২ |
| কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়েছে? | ১৯৫ |
| সম্ভাব্য যুক্তিসঙ্গত উপসংহারগুলো কী কী? | ২১১ |
| অনুশীলন ও পর্যালোচনা..... | ২২৫ |

8 ● প্রশ্ন করতে শিখুন

অধ্যায় ১

সঠিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসার গুরুত্ব

আমরা যারা সিনেমা দেখতে পছন্দ করি তারা লেটেস্ট সিনেমাগুলো নিয়ে বেশ আগ্রহী থাকি। আমরা কি সিনেমাটা এখনই দেখতে যাব, নাকি ডিভিডি আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করব? নাকি মুভিটাই দেখব না? অনেক সিনেমাবিশেষজ্ঞ আছেন আমাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য। কিন্তু কাদের মতামত আমরা গ্রহণ করব? মতামত দেওয়া খুব সস্তা কাজ; যে কেউই দিতে পারেন। কিন্তু কোনো বিশেষজ্ঞের বিশেষ জ্ঞান আছে, যে জ্ঞানের ভিত্তিতে দেওয়া মতামতের ওপর আমরা আস্থা রাখতে পারি?

বইয়ের লেখকদ্বয়— অর্থাৎ আমরা দুইজনই সিনেমাপাগল। কিন্তু তাই বলে যা-তা সিনেমা দেখি না, বরং বেছে বেছে দেখি। যদিও মত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সিনেমাকে আমাদের অসাধারণ লাগে, তবুও এমন অনেক সিনেমা আছে যা দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমাদের নেই। তবে কোন সিনেমা ভালো আর কোনটা খারাপ তা নির্ণয় করা সহজ কাজ নয়। কাজটাকে সহজ করার জন্য আমরা প্রায়ই আমাদের প্রিয় ওয়েবসাইট রটেন টমেটোজের (<http://www.rotentomatoes.com>.) সাহায্য নিই।

তবে, আপনি যখন কোনো নির্দিষ্ট সিনেমার ডজনখানেক রিভিউ পড়বেন, তখন একটা বিষয় সুস্পষ্টভাবে ধরতে পারবেন যে, কোনো বিষয়কে বিচারের ক্ষমতা ও ধরন একেক মানুষের একেক রকম। যে কোনো একটা সিনেমা বেছে নিন, এরপর রিভিউগুলো চেক করুন। অসংখ্য রিভিউয়ার সিনেমাটিকে অপছন্দ করে থাকলেও আপনি এমন দুই-একজন রিভিউয়ার পাবেন যারা সিনেমাটির ইতিবাচক রিভিউ দিয়েছেন। একইভাবে, সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রশংসিত মুভিটির রিভিউয়ের তালিকাতেও দেখবেন কিছু বিশেষজ্ঞ মুভিটির চরম নিন্দা জানিয়েছেন।

এই অভিজ্ঞতাটা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও খাটে। ডাক্তার, আইনজীবী, স্থপতি, মিস্ত্রি, গোয়েন্দা তাদের প্রত্যেকেই কেউই নিজেদের ফিল্ডে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যথাযথ পদক্ষেপের ব্যাপারে সর্বদা একমত হতে পারেন না। আপনি দেখবেন, একই পরিস্থিতিতে দুজন ডাক্তারের মত সর্বদা মিলছে না। তাহলে আমাদের যাদের মতামত দরকার তারা কি করবে? আপনি যে বইটা পড়তে যাচ্ছেন আমরা সেখানে এই প্রশ্নের

একটা সেরা জবাব দিতে যাচ্ছি। আপনাকে কিছু দক্ষতা ও মনোভাব গড়ে তুলতে হবে যার দ্বারা আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কোন মতামতটি আপনি গ্রহণ করবেন।

একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে আপনার কর্তব্য হচ্ছে, আপনি যা দেখছেন বা শুনছেন তার প্রতি আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, সেটা নির্ধারণ করা। একটা বিকল্প হচ্ছে, আপনার সামনে যা আসবে সেটাই গ্রহণ করবেন; অবশ্য এর দ্বারা অন্যের মতামতই আপনার মতামত হয়ে যাবে। তবে আরেকটি বিকল্প হচ্ছে, আপনি যে ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন সেটাকে প্রশ্নবিশ্ব করবেন যেন আপনি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন। এই বইটি তাদের জন্য লেখা যারা দ্বিতীয় বিকল্পটি পছন্দ করেন।

নিজেকে উদ্ভারে ক্রিটিকাল থিংকিং

ক্রিটিকালভাবে শোনা ও পড়ার— অর্থাৎ আপনি যা শুনছেন বা পড়েছেন তা পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য একগুচ্ছ দক্ষতা ও মনোভাব দরকার। এই দক্ষতাগুলো গড়ে উঠবে সম্পর্কিত কিছু ক্রিটিকাল প্রশ্নের আদলে। আমরা সেগুলো একটা একটা করে শিখব, তবে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সবগুলোকে একসাথে কাজে লাগিয়ে সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্তটি নেওয়া।

আমরা আপনাকে আপনার যা যা করা উচিত তার তালিকা ধরিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু এটা কার্যকরী নয়। বরং একটা বিষয়কে প্রশ্ন করতে পারাটা কৌতূহল, বিস্ময় ও বুদ্ধিবৃত্তিক অ্যাডভেঞ্চারের চেতনার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার এ গুণগুলো ক্রিটিকাল থিংকিংয়ের জন্যও অপরিহার্য। ‘ক্রিটিকাল থিংকিং’ একটা অসমাপ্ত প্রকল্পের মতো, এর কোনো শেষ নেই। কারণ এর শুরু থাকলেও গন্তব্য নেই। ক্রিটিকাল প্রশ্নগুলো ক্রিটিকাল থিংকিংয়ের জন্য একটি রাস্তা দেখিয়ে দেবে, আপনাকে এভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করবে। উত্তম মতামত, সিদ্ধান্ত বা ফায়সালা গ্রহণের নিরবচ্ছিন্ন পথে আপনাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। আমরা এই বইজুড়ে **ক্রিটিকাল থিংকিং** শব্দটা বারবার ব্যবহার করব। এটি দ্বারা বোঝাবে:

১. পরস্পরসম্পর্কিত এক সেট ক্রিটিকাল প্রশ্ন সম্পর্কে জানা;
২. উপযুক্ত সময়ে ক্রিটিকাল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ও উত্তর দেওয়ার দক্ষতা অর্জন;
৩. ক্রিটিকাল প্রশ্ন করার আগ্রহ সৃষ্টি।

এই বইটির উদ্দেশ্য হচ্ছে এই তিনটি ক্ষেত্রে আপনার পদার্থগত উৎসাহিত করা। প্রশ্ন করার অর্থ হচ্ছে যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তাকে এর জবাবে উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নের দ্বারা আমরা জবাবদাতা ব্যক্তিকে বলছি: আমি জানতে আগ্রহী; আমি আরো

জানতে চাই; সাহায্য করুন আমাকে। এই অনুরোধের দ্বারা প্রশ্নকর্তা ব্যক্তিটিকে সম্মান প্রদর্শন করেন। প্রশ্ন করার অর্থই হচ্ছে এর উত্তর জানা ও উত্তর থেকে দিকনির্দেশনা পাওয়া। সে পরিপ্রেক্ষিতে, ক্রিটিকাল থিংকিং শুরু হয় নিজেদের চিন্তাচেতনাকে উন্নত করার আগ্রহ দিয়ে। আপনার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনি যে ব্যাপারে প্রশ্ন করছেন তার ব্যাপারে আরো গভীর বুঝ অর্জন করতে চান। অথবা আপনাকে জবাবে যা বলা হবে তার মাহাত্ম্য যেন অনুধাবন করতে পারেন।

ক্রিটিকাল প্রশ্নগুলো আপনাকে একটা একটা করে দেওয়া হবে। তবে সব প্রশ্নকে আপনি প্যাকেজ হিসেবে কাজে লাগাতে পারবেন, আপনি যা পড়ছেন বা শুনছেন তা ক্রিটিকালি বিশ্লেষণ করতে। এছাড়া আপনার নিজের লেখা বা বক্তব্যকে উন্নত করতেও এটি কাজে আসবে। যেমন:

১. টেক্সটবই, সাময়িকী বা ওয়েবসাইটে বিভিন্ন লেখা ও তথ্যউপাত্তের ক্রিটিকাল বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
২. কোনো লোকচার বা বক্তব্যের মান যাচাই করতে পারবেন;
৩. যুক্তি দাঁড় করাতে পারবেন;
৪. ক্লাস পারফরমেন্সে অংশ নিতে পারবেন;
৫. কোনো কিছু পড়ে সেটার ওপর রচনা লিখতে পারবেন।

মনোযোগ দিন: *ক্রিটিকাল থিংকিং হচ্ছে পরস্পরসম্পর্কিত এক সেট ক্রিটিকাল প্রশ্নের ব্যাপারে জানা, পাশপাশি উপযুক্ত সময়ে সেগুলো জিজ্ঞেস করা ও তার জবাব দেওয়ার দক্ষতা।*

একজন নাগরিক ও ভোক্তা হিসেবে ক্রিটিকাল থিংকিং আপনার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী হবে। আপনার কেনাকাটা বা ভোটদানের সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়তা করবে। পাশপাশি আপনি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে স্বাধীন হবেন; এতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

স্পঞ্জ ও ছাঁকনি: চিন্তাভাবনার বিকল্প স্টাইল

চিন্তাভাবনার একটি পদ্ধতি হচ্ছে স্পঞ্জ যেভাবে পানি শুষে নেয় তার মতো অর্থাৎ চিন্তা শুষে নেওয়া। সাধারণত এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয় এবং এর কিছু সুবিধা আছে।

প্রথমত, আপনি বিশ্বের ব্যাপারে যত তথ্য আহরণ করতে পারবেন, ততই এর জটিলতা বুঝতে পারবেন। আপনি যে জ্ঞানার্জন করবেন পরবর্তীকালে সেটাকে ক্রিটিকাল থিংকিংয়ে কাজে লাগাতে পারবেন।

স্পঞ্জ পদ্ধতির আরেকটি সুবিধা হচ্ছে, এটি কোনো সক্রিয় প্রক্রিয়া নয়। এর জন্য মস্টিফিকার ঘাম বরাতে হয় না। বরং সহজে ও দ্রুত এটি করা যায়। বিশেষ করে যখন তথ্যগুলো স্পষ্টভাবে ও ইন্টারেস্টিংভাবে উপস্থাপিত থাকে। তাই এই তথ্যগুলো বুঝতে মনোযোগ আর স্মৃতিশক্তির ব্যবহারই যথেষ্ট।

চিন্তাশীল ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার জন্য তথ্য গ্রহণ করার শুরুর্তে কার্যকরী হলেও স্পঞ্জ পদ্ধতির কিছু অসুবিধাও রয়েছে। কারণ, আপনি কোন তথ্য ও মতামত গ্রহণ করবেন বা বাতিল করবেন সেটা নির্ণয়ের কোনো পদ্ধতি এখানে নেই। পাঠক যদি সবসময় স্পঞ্জ পদ্ধতি কাজে লাগায় তাহলে সে শেষে যেটা পড়েছে সেটাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু এভাবে যে কারো মতামত বা তথ্যের মানসিক দাসত্ব করা নিজের ও সমাজের জন্য ভীতিপ্রদ বটে। ফলে সে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নিজের বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগ না করে অন্যের মতামতের ওপর নির্ভর করে।

আমরা মনে করি, আপনার বরং নিজেকেই বেছে নিতে হবে আপনি কোনটা গ্রহণ করবেন আর কোনটাকে ছুঁড়ে ফেলবেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আপনাকে একটি বিশেষ মনোভাবের সাথে পড়বে হবে— প্রশ্নজিজ্ঞাসার মনোভাব। তবে চিন্তার এরকম স্টাইলের জন্য যা পড়ছেন সেটার সাথে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সক্রিয়ভাবে লেগে থাকতে হবে। লেখক আপনার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছেন। তাই আপনারও উচিত তার সাথে কথা বলা, যদিও লেখক উপস্থিত নন।

আমরা এই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিকে বলাছি চিন্তাভাবনার ছাঁকনি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে পাঠকের কাছে একটি মডেল থাকবে যা দিয়ে পাঠক ও শ্রোতা নির্ণয় করতে পারবেন তারা যা পড়ছেন বা শুনছেন তার যৌক্তিকতা। কাজটা বেশ চ্যালেঞ্জিং, পরিশ্রমসাধ্যও। কিন্তু এর উপকারিতাও আকাশচুম্বী। কোনো লেখা থেকে কাদার মধ্যে থেকে সোনাকে আলাদা করতে হলে বারবার একে প্রশ্ন করা চাই, উত্তর নিয়ে ভাবা চাই।

স্পঞ্জ পদ্ধতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয় জ্ঞানার্জনের উপর; ছাঁকনি পদ্ধতিতে জ্ঞানের সাথে সক্রিয় মিথস্ক্রিয়া ঘটাতে হয়। এভাবে দুটো পদ্ধতি পরস্পরের পরিপূরক। কোনো বিষয় ঠিক কি বোঠিক তা নির্ণয়ের জন্য কিছু পূর্বজ্ঞান থাকা চাই। ছাঁকনি দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সূর্য খুঁজে বের করতে হলে ছাঁকনিতে আটকানোর মতো কিছু তো থাকতে হবে। পাশপাশি কোনো যুক্তি মূল্যায়ন করার জন্য আমাদের অবশ্যই পূর্বজ্ঞান ও নির্ভরযোগ্য মতামত থাকতে হবে।

এবার নিবিড়ভাবে দেখা যাক কিভাবে দুটো পদ্ধতির অনুসরণ ভিন্ন পথে ধাবিত করতে পারে। যে ব্যক্তি স্পঞ্জ পদ্ধতি অনুসরণ করে সে কোনো ম্যাটেরিয়াল কিভাবে পড়ে? সে বাক্যগুলো নিবিড়ভাবে পড়ে, যতটা সম্ভব মনে রাখার চেষ্টা করে। সে উল্লেখযোগ্য শব্দ বা বাক্য দাগিয়ে রাখে। হয়তো মূল টপিক বা মূল বিষয়বস্তুর ওপর ছোট নোটও বানাতে পারে। সে তার দাগানো লেখা বা নোট চেক করে দেখে যে সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভুলে যাচ্ছে কী না। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে লেখক কি বলছেন তা খোঁজা ও বোঝা। সে লেখকের যুক্তি মুখস্থ করে, কিন্তু সেটাকে মূল্যায়ন করে না। সেটার সঠিকতা বিশ্লেষণ করে না।

অন্যদিকে যে পাঠক ছাঁকনি পদ্ধতি গ্রহণ করে তিনি কি করেন? স্পঞ্জ পদ্ধতির অনুসারী পাঠকের মতো তিনিও নতুন জ্ঞানের উদ্দেশ্যে পাড়া শুরু করেন। তবে তাদের উভয়ের মিলের এখানেই ইতি। ছাঁকনি পদ্ধতিতে পাঠক নিজেকে বেশ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন যেন তিনি সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত বা মতামত গ্রহণ করতে পারেন।

নিজেকে যাচাই: আমি কি ছাঁকনি পদ্ধতি অনুসরণ করি?

- আমি কি প্রশ্ন করেছি ‘কেন’ কেউ আমাকে কোনো কিছু বিশ্বাস করাতে চায়?
- লেখার সম্ভাব্য সমস্যাগুলো কি আমি চিহ্নিত করেছি?
- যা বলা হচ্ছে আমি তার মূল্যায়ন করেছি?
- আমি কি টপিকটির ব্যাপারে নিজে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি?

ছাঁকনি পদ্ধতির অনুসারী পাঠক সর্বদা প্রশ্ন করেন যে কেন লেখক বিভিন্ন মতামত বা দাবি উত্থাপন করছেন। লেখকের উপস্থাপিত যুক্তির সমস্যাগুলো তিনি মার্জিনে নোট করেন। তিনি বারবার লেখাটার সাথে নিজের মিথস্ক্রিয়া ঘটান। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে লেখাটা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিজে একটা উপসংহারে আসা।

ছাঁকনি পদ্ধতির উদাহরণ

আমেরিকান সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে আমাদের কি ধরনের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন দরকার। এই সমস্যার ওপর একটি বিবৃতি দেখা যাক। দেখা যাক যুক্তিটা সন্তোষজনক কী না।

বন্দুক নিষিদ্ধ করার পেছনের যুক্তির বেশিরভাগই মিথ। আমাদের আর নতুন কোনো অস্ত্র আইন দরকার নেই, বরং দরকার আইনের প্রয়োগ। একটি মিথ হচ্ছে, অধিকাংশ খুনিই সাধারণ, আইন মেনে চলা নাগরিক। তারা রাগের মাথায় আত্মীয়সুজন বা চেনাশোনা কাউকে খুন করে ফেলে কেবল তাদের হাতের কাছে বন্দুক ছিল তাই। এমনকি, হোমিসাইডের প্রতিটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে খুনিদের অধিকাংশই ক্যারিয়ারজুড়ে ক্রিমিনাল, যাদের জীবনজুড়ে হানাহানির ইতিহাস আছে। সাধারণ খুনিদের অতীতে গড়ে ছয় বছর অপরাধকর্মে লিপ্ত থাকার ইতিহাস আছে। গড়ে চারটি বড় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়ানোর ইতিহাস আছে।

আরেকটি মিথ হচ্ছে বন্দুকের মালিকদের অধিকাংশই অজ্ঞ যারা অযথা সংঘাতে জড়ায়। অথচ বিভিন্ন গবেষণায় বারবার দেখা গেছে যে, গড়ে অধিকাংশ বন্দুক মালিকই শিক্ষিত এবং যাদের বন্দুক নেই তাদের চেয়ে সম্মানজনক চাকরি করে তারা। দেখুন কয়েকজন বন্দুক মালিকের নাম: এলিনর রুজভেন্ট, জোয়ান রিভারস, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ডেভিড রকফেলার। তাদের সবসময় বন্দুক বহনের অনুমতি আছে।

আরেকটি মিথ হচ্ছে যে বন্দুক আত্মরক্ষার জন্য কার্যকরী নয়। অথচ এর বিপরীতে প্রতিটা গবেষণার দেখা গেছে যে, হ্যান্ডগান ব্যবহার করে অপরাধ যতটা করা হয় তারচেয়ে বেশি ঠেকানো হয়। অপরাধকর্মে বার্ষিক ৫৮১,০০০ বার হ্যান্ডগান ব্যবহৃত হলেও অপরাধ ঠেকাতে ব্যবহৃত হয়েছে ৬৪৫,০০০ বার।

আর অস্ত্র আইনগুলো যদি বন্দুকসংক্রান্ত অপরাধগুলোকে কমিয়েও দেয়, তবুও বর্তমানের সব আইনকে অবশ্যই বাস্তবিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। কঠোরতর আইন করে লাভ কি যদি বিচারব্যবস্থা এমন ভাব দেখায় যে তাদের সেগুলো প্রয়োগের ইচ্ছে নেই।

আপনি এই অনুচ্ছেদটিতে স্পঞ্জ পদ্ধতি ব্যবহার করলে সবার আগে মনে রাখার চেষ্টা করবেন, আমাদের আর অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন দরকার নেই। এটা মনে রাখতে পারলে, ধরে নেবেন আপনি কিছু জ্ঞান শুধে নিতে পেরেছেন। তবে, উপরে দেখানো কারণগুলো আপনাকে কতটুকু সন্তুষ্ট করতে পেরেছে? সেটা বের করার জন্য ছাঁকনি পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ, কিছু সঠিক প্রশ্ন করতে হবে।

সঠিক প্রশ্ন করতে পারলে আপনি অনুচ্ছেদটিতে উপস্থাপিত যুক্তিগুলোর অনেক দুর্বলতা খুঁজে পাবেন। যেমন, নিচের প্রশ্নগুলো চিন্তা উদ্দেষ্কারী হতে পারে:

১. ‘অধিকাংশ খুনি’ বা ‘সাধারণ খুনি’ দ্বারা লেখক কি বোঝাচ্ছেন? রাগের মাথায় আত্মীয়দের খুন করা সংখ্যালঘু খুনিদের সংখ্যা কি অনেক বেশি?
২. ‘বন্দুক মালিক’ মানে কি? অস্ত্র নিয়ন্ত্রকরা যেসব অস্ত্র নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করছেন তারা কি সেসব অস্ত্র কেনেন?
৩. উদ্ভূত গবেষণাগুলো কি গ্রহণযোগ্য? গবেষণার নমুনা কি পর্যাপ্ত এবং বিস্তৃত ছিল?
৪. লেখক কি ৫৮১,০০০ ও ৬৪৫,০০০ এর মতো বড় বড় সংখ্যা দেখিয়ে আমাদের তাজ্জব করে দিয়ে পরিসংখ্যানগত মিথ্যাচারের চেষ্টা করেছেন? এসব সংখ্যার ভিত্তি কি? এগুলোর কী ওপর ভরসা করা যায়?
৫. অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের কি কি সম্ভাব্য সুবিধা উল্লেখ করা হয়নি? লেখকের অবস্থানের বিরুদ্ধে যায় এমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো গবেষণা কি উনি এড়িয়ে গেছেন?
৬. এটা কি ধরে নেওয়া যৌক্তিক যে যেহেতু কিছু বিখ্যাত মানুষ বন্দুকের মালিক, তাই বন্দুক রাখাটা কাম্য? এসব লোকের কি বন্দুক রাখার সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞতা আছে?
৭. প্রতি বছর হ্যান্ডগান দ্বারা কতজন লোক মারা যায় যারা হ্যান্ডগান না থাকলে মারা পড়ত না?
৮. কেন লেখক আলোচনা করলেন না যে, কিভাবে আমরা বর্তমানে যেসব অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন আছে সেগুলোকে যথাযথভাবে বাস্তবায়নে উৎসাহিত করতে পারি?

আপনার যদি এসব প্রশ্ন করতে ভালো লাগে, তাহলে বইটি বিশেষভাবে আপনার জন্যই। এর প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে, কোনো বিষয়ে কতটুকু আস্থা রাখবেন তা নির্ধারণের জন্য কখন এবং কিভাবে কি কি প্রশ্ন করবেন তা জানতে আপনাকে সাহায্য করা।

ছাঁকনি পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মিথস্ক্রিয়তা— লেখক ও পাঠকের মধ্যে কথোপকথন; অথবা বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সঞ্জ পদ্ধতি বেশি কার্যকরী। আপনারা প্রায় সবাই এটা ব্যবহার করেছেন এবং কিছু সাফল্যও পেয়েছেন। আপনি নিয়মিত ছাঁকনি পদ্ধতি ব্যবহার করেন তার সম্ভাবনা কম। এর মূল কারণ আপনি হয়তো যথাযথ ট্রেনিং করেননি

এবং প্র্যাকটিসও করা হয়নি। এই বইটি আপনাকে কেবল সঠিক প্রশ্ন করতেই সাহায্য করবে না, বরং সেগুলোকে প্র্যাকটিস করার নিয়মিত সুযোগও দেবে।

ছাঁকনি পদ্ধতি: ক্রিটিকাল প্রশ্ন করা

মানুষ যা যা বলে তা যদি সবসময় সহজবোধ্য হতো, সবকিছু যদি এমনিতেই বুঝে যাওয়া যেত, তাদের সব গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা যদি স্পষ্টভাবে ধরতে পারতাম, লেখক বা শ্রোতার উপস্থাপিত যুক্তিতে যদি কোনো ভুল না থাকতো, যদি সব জ্ঞানী ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরগুলোর ব্যাপারে একমত হতেন, তাহলে জীবনটা সহজই হতো বটে। জগতটা এমন হলে আমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়তাম আর শুনতাম, আর অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারতাম চিন্তার ভারটা।

কিন্তু বাস্তবতা এর ঠিক উলটো। মানুষের অধিকাংশ যুক্তিই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। উপস্থাপিত অনেক যুক্তিও অস্পষ্ট থাকে। এ জন্য আপনার ক্রিটিকালভাবে পড়ার ও শোনার দক্ষতা প্রয়োজন যা দ্বারা আপনি মানুষের লেখা ও কথার মধ্যে যুক্তির অসারতা ও দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

মানুষের লেখা বা কথার ভুলগুলো সবসময় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার থাকে না। এ জন্য অবশ্যই সক্রিয় পাঠক বা শ্রোতা হতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন প্রশ্ন করা। সবচেয়ে ভালো কৌশল হচ্ছে ক্রিটিকাল প্রশ্ন করার কৌশল। এসব প্রশ্নের একটা ব্যাপক সুবিধা হচ্ছে, আলোচ্য টপিক নিয়ে আপনার তেমন জ্ঞান না থাকলেও আপনি এসব প্রশ্ন করতে পারবেন। যেমন, ডে-কেয়ার সেন্টারের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য আপনার চাইল্ডকেয়ারে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

‘সঠিক উত্তরের’ মিথ

একটি প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তর খুঁজে পাওয়া নির্ভর করে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ধরনের ওপর। ভৌতজগত সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কারণ যুক্তিবাদী লোকেরা সাধারণত এসব উত্তর মেনে নেন। কারণ, ভৌতজগতকে অনুমান করা যতটা সহজ; সামাজিক জগতকে সেভাবে করা যায় না। যেহেতু সমাজ দ্রুত পরিবর্তনশীল। পৃথিবী থেকে চাঁদের সুনির্দিষ্ট দূরত্ব বা কোনো প্রাচীন সভ্যতা থেকে নতুন আবিষ্কৃত হাড়ের বয়স সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত না হওয়া গেলেও

আমাদের ভৌত পরিবেশের মাত্রা কয়টি এ ব্যাপারে মোটামুটি সবাই একমত। তাই ভৌত বিজ্ঞানে ‘সঠিক উত্তর’ পাওয়ার বিষয়টা প্রায়ই ঘটে।

কিন্তু মানব আচরণের ব্যাপারে প্রশ্নগুলো এমন নয়। মানব আচরণের বিষয়গুলো এতটা জটিল যে, কখন বা কেন কি ধরনের আচরণ প্রকাশিত পাবে— এ ব্যাপারে সঠিক ধারণা করা নিদারুণ কঠিন কাজ। তাছাড়া মানুষ সহজাতভাবে কামনা করে মানব আচরণ যেন তার বিশ্বাসের সাথে মিলে যায়, বিশেষভাবে গর্ভপাত, বেকারত্ব এবং শিশু নির্যাতনের মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলির ক্ষেত্রে। তাই এসব সমস্যার আলোচনায় আমাদের বিশ্বাসের সুপক্ষে যেসব মত পাওয়া যায়, আমরা তা গ্রহণ করি এবং ভিন্ন বিশ্বাসের মতগুলো প্রত্যাখ্যান বা প্রতিহত করি।

মানুষের আচরণ অত্যন্ত জটিল এবং এটিকে সবসময় বোঝাও যায় না। ধরুন, আমরা জানি যে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ব্যায়ামের প্রভাব কেমন হবে। এর পক্ষে সমস্ত প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। এরপরও সত্যিকারার্থে কারো ওপর ব্যায়ামের প্রভাব কেমন হবে তা সর্বদা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবুও আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তবে এর আগে সূঁকার করে নিতে হয় যে, আমরা নিশ্চয়তা নয় বরং সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। তবে যখন আমরা বিশ্বাস করব যে, আমরা যেটা মনে করছি সেটা একদম সুনিশ্চিত কিছু নয় যে আমাদের বিশ্বাসই সত্য, এর বাইরে আর কিছুই নেই— তখন অন্যদের মত ও যুক্তির প্রতি আমরা সহনশীল হতে পারব। তাদের মত গ্রহণের মতো চিন্তাধারাও আমার থাকবে। কারণ, অন্যদের বিশ্বাসের মতো আমাদের নিজেদের বিশ্বাসেও ত্রুটি থাকতে পারে।

আলোচনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলোতে আপনার তীক্ষ্ণ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন— সেগুলো হচ্ছে এমন বিষয়াদি যেগুলো নিয়ে ‘যুক্তিবাদী মানুষ’-গুলো একমত হতে পারেন না। এই সমস্যাগুলো ইন্টারেস্টিং হওয়ার কারণ হচ্ছে সমস্যাগুলোর সমাধানের পন্থা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। সমাধানের পেছনে একাধিক মতামত থাকে, প্রতিটি মতামতের পক্ষে-বিপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি থাকে। এমন সামাজিক বিতর্ক বিরল যে বিষয়ে মানুষের মধ্যে মতামতগত ভিন্নতা নেই। কারণ ভিন্নতা না থাকলে সেই বিষয়ে বিতর্কের জন্মই হতো না। বইটিতে এই ধরনের কিছু সামাজিক বিতর্কের ওপর ফোকাস করা হবে যেখানে স্পষ্টভাবে কোনো ঠিক-বেঠিক চিহ্নিত হয়নি।

এই বইটি আপনাকে ‘সঠিক উত্তর’ এ পৌঁছে দিতে না পারলেও আপনাকে দক্ষ করবে সামাজিক বিতর্কে সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিতে।

প্রায়ই সিদ্ধান্ত নিয়ে হয় অনিশ্চয়তা এবং অসম্পূর্ণ তথ্যের ওপর ভর করে। কখনও কখনও আমাদের কাছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার সময় বা সক্ষমতা থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, আপনার প্রিয়জন যখন বৃকে তীব্র ব্যথার কথা জানায় এবং হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যেতে বলে।

চিন্তাভাবনা ও অনুভব করা

আপনি যখন কোনো নতুন আইডিয়া, চিন্তাধারা কিংবা সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হন, তখন মনে রাখা জরুরি যে, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে আপনার নিজস্ব চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা প্রভাব ফেলে। এমন কিছু বিষয়ে আছে যেগুলো আপনার খুব পছন্দের, কিছু বিষয়ে আপনি আগ্রহী এবং কিছু পক্ষপাতিত্বও আছে আপনার। এই কারণে আপনি যখন নতুন কোনো উপসংহার বা মতামতের মূল্যায়ন করেন তখন সেগুলো আপনার বিদ্যমান চিন্তাধারা এবং সেসব চিন্তাধারার প্রতি আপনার পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতেই করেন।

এ জন্য কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা বা সিদ্ধান্তের সময় আপনি যেসব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ, প্রশিক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক অভ্যাসগুলোকে আপনাকে প্রভাবিত করতে দেন, সেগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ এগুলো আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারকে প্রভাবিত করতে পারে।

নতুন আইডিয়া বা চিন্তাধারার মুখোমুখি হওয়ার সময় আমাদের নিজেদের আবেগ ও পক্ষপাত সম্পর্কে সচেতন হতে থাকবে হবে এবং বিভিন্ন যুক্তি পর্যালোচনা করার সময় এগুলোকে একপাশে রাখতে হবে। এতে আমরা অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি মনোযোগ সহকারে শুনতে পারব। আমাদের বর্তমান বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ বা বিরোধিতা করতে পারে, এমন বিষয়ে কথা শোনার মানসিকতাও আমাদের তৈরি হবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে, অনেক সময় আমরা যেসব মতামত দেই, তার পেছনে যুক্তির বদলে আবেগ কাজ করে। যা তৈরি হয়েছে নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং অন্যদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে। যখন কেউ আমাদের সামনে এমন মতামত বা সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে যা আমাদের বিশ্বাসের বিরোধী, তখন সেটা ব্যক্তিগত আক্রমণ বলে মনে হয়। একটি বিষয় নিয়ে আবেগিকভাবে জড়িয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আপনি ভিন্ন অবস্থানের ভালোটা দেখতে পারবেন না, আপনার চোখে পড়বে না। অথচ পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে ভিন্ন মতামত শুনলে হয়তো আপনি সেই যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারতেন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠত আপনার।

মনে রাখবেন, কোনো অবস্থান গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে কখনো আবেগকে প্রাধান্য দেবেন না। বরং, আগে যুক্তি খাটাবেন এরপর আবেগ। এ জন্য কিছু পড়ার সময় লেখার সাথে নিজের আবেগকে না মিলিয়ে লেখক যা বলছেন তার সাথে দ্বিমত লাগলেও সেটাকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করুন। প্রকৃত শিক্ষার্থী তো সে-ই যে তার মনের অবস্থান বদলে প্রস্তুত থাকে। তাই নিজের মনকে বদলাতে হলে যেসব আইডিয়া আপনার কাছে প্রাথমিকভাবে অদ্ভুত বা বিপদজনক মনে হচ্ছে সেগুলোকে সুচ্ছ মন নিয়ে, মুক্ত মন নিয়ে পর্যালোচনা করুন।

তবে ক্রিটিকাল থিংকাররাও মেশিন নয়, মানুষ। তারা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সচেতন থাকেন। তারা কতটা সচেতন তার গভীরতা টের পাওয়া যায় ক্রিটিকাল থিংকিংয়ের সাথে সম্পর্কিত তাদের কষ্টসাধ্য সব মানসিক পরিশ্রম দেখে। ক্রিটিকাল থিংকারদেরও দৃঢ় বিশ্বাস বা আগ্রহের বিষয় থাকতে পারে। তবে তারা এই মানসিকতাও রাখেন যে, নতুন তথ্য বা দৃষ্টিভঙ্গির সাপেক্ষে তাদের বিশ্বাস পরিবর্তিত হতে পারে।

ভালো প্রশ্নের গুরুত্ব

ভালো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা কঠিন, কিন্তু এর প্রতিদান অনেক। একটি বিষয়ের চেয়ে অপর বিষয় নিয়ে চিন্তা করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যদি কোনো বিষয় আপনাকে বা আপনার সমাজকে তেমন প্রভাবিত না করে, তাহলে সেটি নিয়ে অতিরিক্ত ভাবনাচিন্তা করে সময় ব্যয় করার চেয়ে তার অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা করা জরুরি। যেমন, বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের রক্ষা করার পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত, কারণ এটি সমাজকে প্রভাবিত করে। কিন্তু কর্পোরেট ব্যক্তিত্বদের প্রিয় রঙ নীল কী না, তা নিয়ে চিন্তা করা অতটা জরুরি নয়।

আপনার সময় মূল্যবান। তাই এটাকে যথাযথভাবে ব্যয় করা উচিত। অনর্থক প্রশ্নের বদলে ভালো প্রশ্ন করতে হবে।

‘দুর্বল-বোধ’ ও ‘শক্তিশালী-বোধ’: ক্রিটিকাল থিংকিং

আগের অংশে আলাপ করা হয়েছে যে, ইতিমধ্যেই নানা ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়ে আপনার বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ক্রিটিকাল থিংকিংয়ের আগেই আপনার সেসব বিষয়ে নিজস্ব মত রয়েছে। এখন আপনি বিভিন্ন প্রশ্নের ক্ষেত্রে একটি অবস্থান গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। যেমন: পতিতাবৃত্তিকে কি বৈধতা দেওয়া উচিত? জর্জ বুশ কি সফল

১৬ ● প্রশ্ন করতে শিখুন

প্রেসিডেন্ট ছিলেন? মদ্যপান কি রোগ না চয়েস? এসব প্রশ্ন বা টপিকের ব্যাপারে নতুন তথ্য মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে আপনার পূর্বেকার মতামতও প্রভাব রাখবে।

ক্রিটিকাল থিংকিংকে দুইভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনার বর্তমান বিশ্বাসকে হয় সমর্থনের (১) জন্য অথবা মূল্যায়নের (২) জন্য। আপনি ক্রিটিকাল থিংকিং ব্যবহার করে আপনার মতামতের সুপক্ষে আরো যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করবেন। অথবা আপনি নিজের অবস্থান মূল্যায়নের জন্য বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করবেন, নতুন তথ্য সংগ্রহ করবেন। এতে আপনার প্রাথমিক বিশ্বাস পরিবর্তিত হতে পারে। অধ্যাপক রিচার্ড পলের দুর্বল-বোধ ও শক্তিশালী-বোধ ক্রিটিকাল থিংকিংয়ের পার্থক্য থেকে বিষয়টি আরো ভালোমতো বোঝা যায়। যখন আপনি কেবল নিজের বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্য ক্রিটিকাল থিংকিং ব্যবহার করেন সেটা দুর্বল-বোধ ক্রিটিকাল থিংকিং। শক্তিশালী-বোধ ক্রিটিকাল থিংকিং হচ্ছে যখন আপনি ক্রিটিকাল থিংকিং ব্যবহার করে আপনার নিজের বিশ্বাসকে যাচাই ও সংশোধন করেন।

আপনি যদি নিজের প্রাথমিক বিশ্বাসকে রক্ষার জন্য বা যা বিশ্বাস করার জন্য আপনাকে টাকা দেওয়া হয় সেগুলোকে প্রমাণ করার জন্য ক্রিটিকাল থিংকিং পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি দুর্বল-বোধ ক্রিটিকাল থিংকিং ব্যবহার করছেন। কেন দুর্বল? কারণ এরকম ক্রিটিকাল থিংকিংয়ের সাথে সত্যে পৌঁছার কোনো আগ্রহ বা ইচ্ছা নেই। দুর্বল-বোধ ক্রিটিকাল থিংকিংয়ের অর্থই হচ্ছে আপনার চেয়ে ভিন্ন কোনো মতামতকে দমিয়ে রাখা এবং সেগুলো বিনাশ করা। আপনার সাথে মতপার্থক্যকারীদের ওপর বিজয় ও আধিপত্য অর্জনের চেষ্টা যদি হয় ক্রিটিকাল থিংকিংয়ের উদ্দেশ্য, তাহলে সেটা ক্রিটিকাল থিংকিংয়ের সুফলতা ও অগ্রসরতার ক্ষমতাকে নষ্ট করে।

শক্তিশালী-বোধ ক্রিটিকাল থিংকিং ব্যবহার করে আপনি সব বিশ্বাস ও দাবিকে প্রশ্ন করেন, এমনকি নিজেরটাকেও। এতে আপনার চিন্তা যেন আপনাকে প্রতারণিত না করতে পারে, পাশাপাশি অন্যদেরও যেন অশুভভাবে অনুসরণ না করেন— এই বিষয়টি নিশ্চিত হয়। নিজের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকা সহজ কাজ, বিশেষ করে যদি অন্যদেরও একই বিশ্বাস থাকে। কিন্তু আপনি সেগুলোকে প্রশ্নবিধ না করলে এমন ভুল করতে পারেন যা হয়তো এড়িয়ে যাওয়া যেত।

শক্তিশালী-বোধ ক্রিটিকাল থিংকিংয়ের অর্থ এই নয় যে আপনার পূর্বের সব বিশ্বাস ঝেড়ে ফেলতে হবে। বরং এর দ্বারা নিজের প্রাথমিক বিশ্বাস দৃঢ়তর হতে পারে, সেগুলোর প্রতি আমাদের অঙ্গীকার বেড়ে যেতে পারে। বেশ আগে জন স্টুয়ার্ট